INTERNATIONAL DAY OF FAMILIES '99

Families for all ages

Ministry of Social Welfare

সমাজসেবা অধিদফতর
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

Special Supplement 15th May 1999

Design & Planning : Ad Srote

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উদযাপন

চৌধুরী আবুল কালাম
উপ-পরিচালক

পরিবার সমাজের মূল ভিত্তি। আজ সারা বিশ্বে পরিবারের গঠন ও আকৃতি ছোট হয়ে আসছে। আজ পরিবার নানা বিবর্তন, পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। অসহিষ্ণুতা, নৈতিক অবক্ষয়, হিংস্রতা, মাদকাশক্তি, এইডস, জাতিগত দাংগা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক মন্দা, সামাজিক বিপর্যয়, বেকারত্ব, রোগ-শোক ইত্যাদি সমাজের মূল ভিত্তি পরিবারকে কোন না কোন ভাবে সমস্যার মাঝে ঠেলে দিচ্ছে। **ফলশ্রুতিতে পরিবার দুর্বল হয়ে পড়ছে, পরিবারের বন্ধন শিথিল** হয়ে পড়ছে। এমনিভাবে চলতে থাকলে একদিন পরিবারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু পরিবারই হচ্ছে শান্তির মূল কেন্দ্র। সুতরাং পরিবারকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য জাতিসংঘ "আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস" উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবারে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা, পরিবারে শিশুদের চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করা। ১৯৮৯ সালের ৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৯৪ সালকে আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষ এবং ১৫ই মে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। ১৯৯৩ সালে ২০শে সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদের আর এক রেজ্যুলিউশনের মাধ্যমে প্রতি বছরের ১৫ই মে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালে আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষ পালন করা হয় এবং ১৫ই মে প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৯৪ সালে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি দিবসটির শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও সমাজসেবী হিসেবে জনাব এম আজিজুল হক, ইউনিসেফ প্রতিনিধি হিসেবে মিঃ রলফ সি ক্যারিয়ার এবং আই, এল, ও পরিচালক মিঃ ওয়ারনার কে ব্লেক উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন।

এ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। র‍্যালীতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন পরিবারের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন শিশু সদনের/পরিবারের ছেলে-মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। এ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড দিয়ে শহরের সড়কদ্বীপসহ বড় বড় রাস্তার মোড়গুলো সুসজ্জিত করা হয়। এ উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষ হিসেবে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ১০/- টাকা মূল্যের একটি স্বারক ডাক টিকেট প্রকাশ করে এবং ৫/-টাকা মূল্যের একটি উদ্বোধনী খাম ও একটি বিশেষ সীলমোহরও ব্যবহার করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বারক ডাক টিকেট আনুষ্ঠানিকভাবে অবমুক্ত করেন।

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিশিষ্ট সমাজকর্মীদের সমন্বয়ে একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকার/আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ দিবস উপলক্ষে বিশেষ গান রচনা করা হয় যা বাংলাদেশ রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। এ দিবসটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বিশেষ ধরণের পোষ্টার, কোটপিন, ষ্টিকার ইত্যাদিও তৈরী করা হয় এবং তা বিভিন্ন পর্যায়ে বিতরণ করা হয়। ১৯৯৪ সালের পরিবার দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'পরিবারই হোক সকল শান্তির নীড়'।

১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত বিগত ৫ বছরে একই ধারায় এবং একই গতিতে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। পরিবার দিবস উদ্‌যাপনে প্রতি বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হয়েছে ভিন্নতর। ১৯৯৫ সালের প্রতিপাদ্য ছিলঃ "সহনশীলতাই সুখী পরিবারের ভিত্তি"। ১৯৯৭ সালের প্রতিপাদ্য ছিলঃ 'পারিবারিক শান্তি সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ সুশৃংখল জাতি গঠনে সহায়ক'। ১৯৯৬ এবং ১৯৯৮-তে পৃথক কোন প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়নি। শক্তিশালী পরিবার গঠন করতে হবে এমনি মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে দিবসটি উদ্‌যাপনের মধ্যে। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত দিবসটি পালনে যে সব শ্লোগান জন সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো ছিল ঃ

১) পরিবারই হোক সকল শান্তির নীড় ২)আমাদের অংগীকার অনাবিল পরিবার ৩) সংহত পরিবার উন্নয়নের হাতিয়ার ৪) নারী-পুরুষ সমতা আসবে ঘরে সমতা ৫) সুখী পরিবার দেশ গড়ার হাতিয়ার ৬) পরিবারে থাকলে শান্তি, থাকবে নাকো বিশেষ অশান্তি ৭) সামাজিক ন্যায় ভিত্তিক পরিবার উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের হাতিয়ার ৮) শান্তি ও সমৃদ্ধির মূল উৎস পরিবার ৯) সংহতির পথ দেখিয়েছে পরিবার সবাই মিলে গড়ে তুলি সুখী পরিবার ১০) পরিবার হলো বিশ্ব আত্মীয়তার সোপান ১১) সহনশীলতাই পারিবারিক সম্পর্কের সেতু বন্ধন ১২) পরিবারের সকল সদস্যের অধিকার রক্ষা করুন ১৩) পরিবারের সকলকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলুন ১৪) সীমিত পরিবার সুষ্ঠু পরিবারের ভিত্তি ১৫) পরিবারের আদর্শ দেশ ও জাতির উন্নয়ন ১৬) পরিবার হোক ছোট ও সুন্দর ১৭) একতা ও পারিবারিক শ্রদ্ধাই পারিবারিক শান্তির মূল উৎস ১৮) পরিবার হচ্ছে সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ এবং সুন্দর জাতি গঠনের বাহন ১৯) সহনশীলতা পরিবার তথা সমাজের শান্তির চাবি কাঠি ২০) পরিবার সভ্যতার ভিত্তি ২১) পরিবারের আঙ্গিনা হোক সুখের ঠিকানা ২২) পারিবারিক মূল্যবোধ ও বন্ধন আদর্শ জীবনের উৎস ২৩) পরিবারে শান্তি সকল সুখের উৎস ২৪) পারিবারিক বন্ধন সুশৃংখল ও আদর্শ জাতি গঠনে সহায়ক ২৫) সুন্দর পরিবার রক্ষার্থে সহমর্মিতাই কাম্য।

১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত পরিবার দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠানে এসেছেন ডঃ নাজমা চৌধুরী, ডঃ আহমেদ উল্লাহ মিয়া, অধ্যাপক ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, অধ্যাপক ডাঃ এম, আমানউল্যাহ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এবং অধ্যাপিকা রাজিয়া মতিন চৌধুরী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়েরর মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকেছেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

১৯৯৯ সালের ১৫ই মে বাংলাদেশে ৬ষ্ঠ বারের মত আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ঃ "সকল বয়সের জন্যে পরিবার" এবং এবারের শ্লোগান হচ্ছে ১) পরিবারের সকল সদস্যদের অধিকার রক্ষা করুন ২) সহনশীলতা পরিবারের তথা সমাজের শান্তির চাবিকাঠি ৩) পরিবার সভ্যতার ভিত্তি ৪) পরিবারের আঙ্গিনা হউক সুখের ঠিকানা ৫) পরিবারের শান্তি সকল সুখের উৎস।

এ দিবসটি পালনের জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরুপ ঃ

- বর্ণাঢ্য র‍্যালী
- আলোচনা সভাসহ উদ্বোধন অনুষ্ঠান
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
- টেলিভিশন সাক্ষাৎকার (আলোচনা সভা)
- ক্রোড়পত্র প্রকাশ

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন। বিশেষ অতিথি ও আলোচক হিসেবে থাকছেন জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম, প্রখ্যাত কবি শামসুর রাহমান এবং অধ্যাপক সনজিদা খাতুন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ডঃ ক্ষণদা মোহন দাশ।

এ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালীর নেতৃত্ব দিবেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। টেলিভিশন আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন, মাননীয় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী, ডঃ ক্ষণদা মোহন দাশ, সচিব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মীর শাহাবুদ্দিন, মহা-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর।

এবারের আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস সার্থকভাবে পালন করার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব জহিরউদ্দিন ভূঁইয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তা - কর্মচারীদের নিয়ে একটি শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা কমিটি কাজ করছে।

পরিবার সমাজের মূল ভিত্তি। পরিবারের শান্তি এনে দিতে পারে দেশ ও জাতির কল্যাণ। একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সকল পরিবার হয়ে উঠুক সুখ ও শান্তির নীড়। সকল বয়সের জন্যে পরিবার হোক অর্থপূর্ণ ও সুখময় - এটাই প্রত্যাশা।

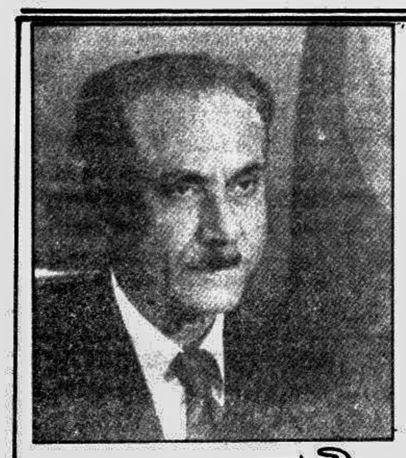

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

০১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬
১৫ মে ১৯৯৯

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে আজ ৬ষ্ঠ বারের মত যথাযথ মর্যাদার সাথে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ দিবস পালনের মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবনে পরিবারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। কেননা, পরিবার হচ্ছে সামাজিক 'একক'। পারিবারিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে জাতীয় পরিবেশ তথা বিশ্ব পরিবেশ; জাতিসংঘ তাই যথার্থই "সকল সময়ের জন্য পরিবার" বিষয়টাকে এ বৎসরের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পরিবার মানব জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, তাই এ প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় রাখতে হবে এবং অবশ্যই শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে।

দেশের প্রতিটি পরিবার সুখী ও সুন্দর হোক এবং সহনশীল ও সমৃদ্ধশীল হিসেবে গড়ে উঠুক এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি। দিবসটির সফলতা কামনা করছি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

বাণী

আজ ৬ষ্ঠ "আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস"। পরিবারই হল আদি ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আমাদের এ উপমহাদেশে যৌথ পরিবারের ঐতিহ্য সার্বজননন্দিত। দারিদ্র, বেকারত্ব, আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপদতা, নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে সারা বিশ্বে 'শান্তির নীড়' -সে পরিবার আজ আর তার প্রাচীন যৌথ পরিবারের ঐতিহ্য নিয়ে টিকতে পারছে না। যৌথ পরিবারের পরিবর্তে অনু পরিবার সৃষ্টির প্রবণতা সারা বিশ্বের ন্যায় আমরাও আজ অনুভব করছি। দেখা যাচ্ছে, দরিদ্র পরিবারে অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানরা বড় হওয়ার পর বয়স্ক মা ও বাবাকে আর আগের মত দেখাশুনা করছে না। ধনী পরিবার সমূহের ক্ষেত্রেও ছেলে মেয়েরা বয়স্ক মা বাবাকে একা রেখে জীবনের মান উন্নয়নের তাগিদে বা সামাজিক কারণে বিদেশে থাকছে। আমরা বিস্মিত হই, যখন দেখি সামান্য স্বার্থের জন্য কখনো কখনো পুত্র পিতাকে বা স্বামী স্ত্রীকে অত্যাচার -এমনকি হত্যা করে থাকে। ছেলে মেয়েরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৃদ্ধ মা বাবার দায়িত্ব নিতে চায় না, পরিবারে প্রতিবন্ধী সদস্য অবহেলিত থাকে। ফলে আমাদের ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার তথা গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বর্তমান সমাজে বড় ধরণের ধাক্কা খাচ্ছে। আমাদের যৌথ পরিবার সংরক্ষণের এ সমস্যা অনুধাবনের এখনই সময়। যৌথ পরিবারের ধারণা ক্ষীণ হওয়ায় আন্তর্জাতিক সমাজ, তথা জাতিসংঘ এখন উদ্বিগ্ন। তাই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ তাদের ৪৭/২৭৩ (তারিখঃ ২০/৯/১৯৯৩) সংখ্যক রেজ্যুলিউশন অনুযায়ী প্রতি বৎসর ১৫ই মে'-কে "আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস" হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ, ১৯৯৯-এর সহিত সংগতি রেখে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে, "সকল বয়সের জন্য পরিবার" (Family for all ages) সারা বিশ্বের জন্য গ্রহণ করেছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রেখে পরিবারে প্রবীণদের ভূমিকা এবং তাঁদের প্রতি অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরুপণ করাই এ বৎসরের জন্য দিবসটি পালনের মূল কার্যক্রম।

তাই আজকের দিনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের মৌলিক একক হিসাবে পরিবারের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা এবং যৌথ পরিবারের বন্ধন দৃঢ় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। জনসাধারণের মধ্যে যৌথ পরিবারের গুরুত্ব এবং পরিবারের সদস্যদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। যৌথ পরিবার সংরক্ষণের বর্তমান সমস্যাদি চিহ্নিত করা এবং সেসব সমস্যা নিরুপনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে যথাযথ ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ; পরিবারে প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী সদস্যদের প্রতি বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়া। পরিশেষে একটি পরিবার যাতে 'শান্তির নীড়' হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিকতা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্ব বোধ রাখার মাধ্যমে পারিবারিক শান্তি বজায় থাকলে আমরা আমাদের সারা দেশের শান্তি অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হব। দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নও সাধিত হবে।

এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকারের পাশাপাশি দেশের নিবেদিত প্রাণ সমাজকর্মীবৃন্দ, বেসরকারী সংগঠনসমূহ, বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আসুন, আমরা সকলে পারিবারিক সৌহাদ্য ও সম্প্রীতি রক্ষার কাজে যৌথভাবে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে সুখী পরিবার তথা 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলি। "Home is heaven" -সে বিশ্বাসে ব্রতী হয়ে আমরা প্রতিটি পরিবারকে একটি স্বর্গে পরিণত করি।

ডঃ ক্ষণদা মোহন দাশ
(ভারপ্রাপ্ত সচিব)
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

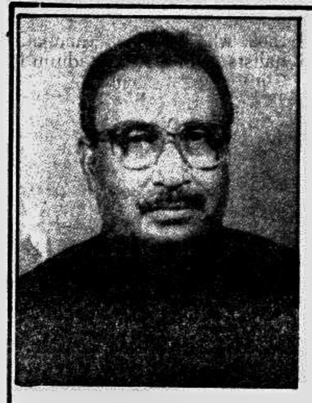

বাণী

আজ ১৫ই মে, ১৯৯৯ আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ সারা বিশ্বব্যাপী দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে পরিবার তাৎপর্যপূর্ণ স্থানের অধিকারী। কেননা পরিবারে আমরা জন্মগ্রহণ করি এবং পরিবারের পরিধিতেই আমরা সামাজিক রীতি-নীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, অধিকার-কর্তব্য সম্পর্কে প্রথম শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করি। পরিবারকে ঘিরে গড়ে উঠে আমাদের সকলের জীবন।

সমগ্র বিশ্বে পরিবার আজ নানা সংকটের সম্মুখীন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন আজ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। সৌর্হাদ্য ও সম্পৃতির অভাব সমগ্র বিশ্বে তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। এ অবস্থা হতে উত্তরনের এবং পরিবারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতিবছর ১৫ মে "আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস" উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিঃস্বন্দেহে প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশে ৬ষ্ঠ বারের মত 'আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস' উদযাপিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সফলতা কামনা করছি।

ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস, '৯৯-এর সুন্দর সাফল্য কামনায়

অগ্রণী ব্যাংক

জনতা ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

২৬ বৈশাখ ১৪০৬
০৯ মে ১৯৯৯

বাণী

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিবছর ১৫ মে 'আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস' পালিত হয়। 'সকল বয়সের জন্য পরিবার' -এ বিষয়কে প্রতিপাদ্য করে ৬ষ্ঠ বারের মত এ বছর বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস ১৯৯৯ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সমাজের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। পরিবারের সার্বিক বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং প্রয়োজনীয় সুবিধাদির নিশ্চয়তা বিধান করা তাই অত্যন্ত জরুরি। পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলার উন্নতি জাতি গঠনের পূর্ব শর্ত। পরিবারই ব্যক্তি, সমষ্টি ও জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। আমি আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস '৯৯ পালন কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

বাণী

আজ ১৫ই মে, ১৯৯৯ আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস। বিশ্বের সকল দেশে যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালিত হচ্ছে।

পরিবার সমাজের মূল ভিত্তি। পরিবারকে ঘিরেই সংসার, সমাজ, দেশ ও জাতি। কিন্তু অর্থনৈতিক চাপ ও সামাজিক বিবর্তনের ফলে পরিবার প্রথায় আজ পরিবর্তন লক্ষণীয়। বিশেষ করে একান্নভূক্ত পরিবারের পরিবর্তে 'একক' পরিবার গড়ে উঠেছে। ফলশ্রুতিতে সামাজিক মূল্যবোধের অভাব ঘটছে এবং পরিবার অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ছে। শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে পরিবার নানা বিবর্তন, পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

এ অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য অবশ্যই আমাদেরকে সচেতন হতে হবে এবং জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য পরিবারকে অটুট রাখতে।

সকল বয়সের জন্যে পরিবার সুখময় হয়ে উঠুক - এ প্রত্যাশায় দিবসটির সফলতা কামনা করছি।

মীর শাহাবুদ্দিন
মহাপরিচালক
সমাজ সেবা অধিদফতর